দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 APR 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ বিপন্ন

অশ্লীল যাত্রা॥ প্রকাশ্যে জুয়ার আড্ডা॥ নীল ছবি॥ পতিতাদের আনাগোনা॥ ছাত্রীদের নেশায় আসক্তি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকার অসামাজিক কার্যকলাপ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। অশ্লীল যাত্রা ও নীল ছবি প্রদর্শনসহ নানা প্রকার অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ ছাত্র-ছাত্রীদের বিপথগামী করিতেছে। প্রকাশ্যে অত্র এলাকায় গাঁজার আড্ডা বসিতেছে। অবাধে বিক্রি হইতেছে ফেনসিডিল, আফিম, মদ, হেরোইন, ঘুমের ঔষধসহ বিভিন্ন প্রকার নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য।

ক্যাম্পাস চলাকালীন এবং বিকাল বেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীর ঘেষিয়া বসে জমজমাট গাঁজার আড্ডা। অধ্যয়নরত ছাত্র ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকার তরুণেরা এসব আসরে অংশ নেয়। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন খুলনা-কুষ্টিয়া মহাসড়কের পার্শ্বে কয়েকটি কাঁচা ঘর নির্মাণ করা হইয়াছে। এখানে প্রকাশ্যে মদ ও গাঁজার আসর বসে। বেশ কিছু তরুণ কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ হইতে আসিয়া এ সকল স্থানে নেশা করে। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন শেখপাড়া বাজারে দুইটি ঘরে নিয়মিত নীলছবি প্রদর্শিত হয়। রাত্রি ১২ টার পর জনপ্রতি ২ হইতে ৫ টাকা করিয়া লইয়া প্রত্যহ সারারাত ধরিয়া অশ্লীল ছবি প্রদর্শন করা হয়। জানা যায় এস্থানেও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের আনাগোনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইহাছাড়া অত্র এলাকায় মাসের অধিকাংশ দিনেই অশ্লীল যাত্রার আয়োজন করা হয়। এসকল অনুষ্ঠা-

(৯ম কঃ পর)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে

(৩য় পৃঃ পর)

নের মূল আকর্ষণই হইতেছে নেশার আড্ডা। গত তিন মাস ধরিয়া সন্ধ্যা বেলায় শেখপাড়া এলাকায় পতিতাদের আনাগোনা শুরু হইয়াছে। কিছু অসাধু ব্যক্তি এই কাজে সহায়তা দিতেছে বলিয়া অভিযোগ। নেশাদ্রব্য বিক্রির সাথে কিছু লোক অস্ত্রের ব্যবসায় চালু করিয়াছে। রাত ১০টার পর ছাত্রদের হলে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিলেও কয়েকটি দলের ক্যাডার বলিয়া পরিচিত ছাত্রদেরকে নেশাগ্রস্ত হইয়া গভীর রাত্রে গার্ডকে হুমকি দিয়া হলে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। বর্তমানে হলে অবস্থানের ক্ষেত্রে কিছুটা কড়াকড়ি হওয়ায় ছাত্রদের হল দুইটিতে নেশাগ্রস্তদের সংখ্যা কমিলেও ছাত্রী হলে তাহাদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়িতেছে। উৎসব-পার্বণে ৫/৬ জন ছাত্রী নিয়মিত নেশার আড্ডা বসাইয়া থাকে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ কুষ্টিয়ায় যাইয়া নেশা সম্পন্ন করে। নেশাগ্রস্ত ছাত্রীদের মাঝে ফেন্সিডিলে আসক্তের সংখ্যা বেশী।

এব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তেমন কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা শংকিত। পার্শ্ববর্তী এলাকার কিছু ব্যক্তি অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন গাঁজা ব্যবসায়ী জানান, প্রতিমাসে পুলিশকে ৫ শত হইতে ৬ শত টাকা দিতে হয়।